কান্নার পুরস্কার

মোঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী

কান্নার পুরস্কার

মোঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী
সংবাদ পাঠক
রেডিও জেদ্দা, সৌদি আরব

আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার ◆ কাটাবন ◆ বাংলাবাজার

www.pathagar.com

কান্নার পুরস্কার
মোঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী
ISBN : 978-984-8808-06-1

গ্রন্থ স্বত্ব : লেখক

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন-৯৬৭০৬৮৬, ০১৭১৫১০৬৫৫০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০০৯
চতুর্থ প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ২০১৩
রবি. আউয়াল, ১৪৩৪
মাঘ, ১৪১৯

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দিন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
র‍্যাক্স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১২০৫। ফোন : ৮৬২২১৯৫

মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা মাত্র

Kannar Puraskar (Rewards for shedding tears) Written by Md. Zillur Rahman Hashemi, Published by Ahsan Publication, Katabon Masjid Campus, Dhaka-1000, First Edition November 2009 Fourth Edition February, 2013 Price Tk.40.00 only.

AP-68

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ৫
২. আল্লাহর কুরআন বুঝে পড়লে অশ্রু বের হয় ৯
৩. কুরআন তিলাওয়াতে কান্না ১২
৪. নেককার ব্যক্তির মৃত্যুতে আসমান ও জমিনের ক্রন্দন ১৩
৫. কান্নার প্রকারভেদ ১৫
৬. কম হাসুন, বেশী কাঁদুন ১৬
৭. আদম (আ)-এর কান্না ১৮
৮. নূহ (আ)-এর অশ্রু ২১
৯. নেককার বান্দার মূর্তি বানিয়ে ইবাদত শুরু ২৩
১০. ইব্রাহীম (আ)-এর অশ্রু ২৮
১১. ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ)-এর অশ্রু ৩৬
১২. উম্মতের জন্য মুহাম্মদ (সা)-এর অশ্রু ৩৯
১৩. পুত্র ও কন্যার মৃত্যুতে রাসূলের অশ্রু ৪৪
১৪. কবর যিয়ারতে রাসূলের কান্না ৪৫
১৫. সা'য়াদ বিন ওবায়দার (রা) মৃত্যুর মুহূর্তে রাসূলের কান্না ৪৬
১৬. মুতার যুদ্ধে মুসলিম তিন সেনাপতির শাহাদাতে রাসূলের কান্না ৪৭
১৭. বদর যুদ্ধের রাতে রাসূলের কান্না ৪৮
১৮. হামযা (রা)-এর শাহাদাতে রাসূলের অশ্রু ৫০
১৯. নামাযের ভেতরে রাসূলের কান্না ৫১
২০. আবু বকর ছিদ্দিক (রা)-এর কান্না ৫২
২১. উমার ফারুকের (রা) অশ্রু ৫৩
২২. মা আয়েশা ছিদ্দিকার (রা) অশ্রু ৫৫
২৩. মায়াজ বিন জাবালের অশ্রু ৫৬
২৪. ছাবেত বিন কায়েসের কান্না ৫৭
২৫. হাবশার এক ব্যক্তির কান্না ৫৮
২৬. সালমান ফার্সী (রা)-এর কান্না ৫৯
২৭. আল্লাহর ভয়ে কান্না ৬১
২৮. কান্নার পুরস্কার ৬২

www.pathagar.com

তোহ্‌ফা

দাদা-দাদী ও নানা-নানীর

রূহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

মহান আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য সকল গুণ-গান ও মহিমা, যার প্রশংসা ও তাসবিহ পাঠ করছে সকল সৃষ্টিজগৎ। আর শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উপর দুরূদ ও সালাম, যাকে সৃষ্টি জগতের জন্য 'রহমত' করে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের সুযোগ হয়েছে। সকল মুমিন মুসলমান নর-নারীর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি, যারা ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

আপনাদের অনেকের জানা রয়েছে : নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এক সময় সংযুক্ত ছিলো। পরে মহান আল্লাহ তা'আলা তা পৃথক করে দিয়েছেন। ফলে বর্তমান এই দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। নভোমণ্ডলের অনেক রহস্য আমরা দেখতে ও জানতে পারি না, কিন্তু ভূমণ্ডলের অধিকাংশ বস্তু আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি এবং জানার সুযোগ হয়েছে। যেমন জমিনের বুক চিরে 'নদী-নালা, সাগর-মহাসাগরগুলো অনবরত স্রোতধারা বয়ে যাচ্ছে, এরপর অসংখ্য উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগৎ দিয়ে আল্লাহ এই পৃথিবীকে সাজিয়েছেন। অপরদিকে সুউচ্চ ও বিভিন্ন রঙ্গের পাহাড় পর্বত স্থাপন করে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। কোন দেশের পাহাড় মাটির, আবার কোন দেশের পাহাড় পাথরের তৈরী। অনেক পাহাড় পর্বত আল্লাহর ভয়ে কম্পনরত আছে। আবার বহু পাহাড় ও

www.pathagar.com

পর্বত এমন রয়েছে, আল্লাহর ভয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. (البقرة : ٧٤)

অর্থ : পাথরের মধ্যে এমন পাথরও রয়েছে, যা থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়েছে।[১]

তাই পৃথিবীর অনেক দেশে দেখা যায় বড় বড় পাহাড় ও পর্বতের পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হওয়ার পর জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। ঐ জলাশয় থেকে পরে নদ-নদীর শাখা-প্রশাখা প্রবাহিত হয়েছে। এগুলো জড় পদার্থ হওয়ার পরও আল্লাহর ভয়ে তারা অশ্রু বিসর্জন করে যাচ্ছে। কিন্তু মাটির তৈরী মানুষের হৃদয়গুলো পাথরের চেয়ে অধিক কঠিন হয়ে গেছে। আল্লাহর আযাবের ভয়ে তাদের অন্তর ও চোখ থেকে একটু অশ্রু বের হয় না, যেন অন্তরগুলো পাষাণ হয়ে গেছে। পৃথিবীতে আল্লাহর কিছু বান্দা এমন আছেন, যারা আল্লাহর আযাবের কথা স্মরণ হলেই চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে পড়ে। তারা আল্লাহর ভয়ে মাথাকে মাটিতে লুটিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. (بنى اسرائيل : ١٠٩)

অর্থ : তারা ক্রন্দন করা অবস্থায় আনুগত্যের মস্তককে মাটিতে লুটিয়ে দেয় এবং তাদের বিনয়াভাব আরো বৃদ্ধি পায়।[২]

---

১. সূরা বাকারা, ৭৪ নং আয়াত।

২. সূরা বনী ইসরাঈল, ১০৯ নং আয়াত।

www.pathagar.com

এই কারণে প্রত্যেক আল্লাহর বান্দার উচিত দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি থেকে বাঁচার লক্ষ্যে কম হাসা এবং বেশী করে কান্না করা। আল্লাহ বলেন :

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا. (التوبة : ٨٢)

অর্থ : এখন তাদের কম হাসা ও বেশী কাঁদা উচিত।[১]

একবার হাসান বসরি (রহ) যুবকদের একটি দলের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, যুবকরা একে অন্যের সাথে হাসাহাসি করছিল। এরপর তিনি যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : হে যুবকরা! তোমরা পুলসিরাতের রাস্তা অতিক্রম করেছো? তারা বললো : না। তিনি আবার বললেন : তোমরা জানো কি, তুমি জান্নাতে যাবে, নাকি জাহান্নামে? তারা বললো আমরা জানি না। তখন তিনি বললেন : তাহলে তোমরা এত হাসাহাসি করছো কেন?[২] অথচ আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন পবিত্র কুরআনে বলেছেন :

وَتَضْحَكُوْنَ وَلاَتَبْكُوْنَ. (النجم : ٦٠)

অর্থ : তোমরা হাসছো, কেন কান্না করছো না?[৩]

তাই আসুন, পরকালের মর্মান্তিক শাস্তির ভয়ে আল্লাহর দরবারে চোখের পানি ফেলে কান্নাকাটি করি। ঐ পানি কখনো বিফলে যাবে না। পরকালে আপনার জন্য এটি বিরাট কাজ করবে। জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে শেষ রাতে উঠে আল্লাহর দরবারে ধরনা দিন। তাহলে তিনি আমাদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দা হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন। আমরা যেন সকলে তাঁর প্রিয় বান্দা হতে পারি

---

১. সূরা আত্-তওবা, ৮২ নং আয়াত।

২. তুমি কি আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছো? পৃষ্ঠা নং-১৫, তাযহার মুহাম্মদ মাহমুদ

৩. আন-নাজম, ৬০ নং আয়াত।

www.pathagar.com

এই প্রার্থনা করছি। সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিতে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে মেহেরবানী করে আমাদের ঠিকানায় চিঠি লিখবেন, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করতে চেষ্টা করবো, ইনশায়াল্লাহ।

মোহাঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী
গ্রাম : করইবন (উত্তরপাড়া)
মিয়াবাজার, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা
২৯শে রমজান, ১৪৩০ হিজরী
২০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৯ইং

www.pathagar.com

আল্লাহর কুরআন বুঝে পড়লে অশ্রু বের হয়

আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ 'আল-কুরআন' 'মুহাম্মদ (সা)'-এর উপর নাযিল করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যারা এর অর্থ বুঝতে পারবে তাদের চোখ থেকে সহসায় অশ্রু গড়িয়ে পড়বে এবং তাদের শরীরের পশমগুলো আল্লাহর ভয়ে শিউরে উঠবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন :

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشٰبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. (الزمر : ٢٣)

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা উত্তম বাণী নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুন: পুন: পঠিত হয়। যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের শরীরের চামড়াগুলো শিউরে উঠে।[১]

সত্যিকারভাবে যারা আল্লাহর কুরআন পাঠ করবে তাঁরা সেজদায় গিয়ে কাঁদতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন :

إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا. (مريم : ٥٨)

অর্থ : তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং কাঁদতে থাকে।[২]

আল্লাহর কুরআন শুধু মুসলমান নয়, বিধর্মীর কাছে পাঠ করার পর তাদের মনের অজান্তে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে। যার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে– আবিসিনিয়ার তৎকালীন বাদশা 'নাজ্জাসীর' দরবারে হযরত

১. সূরা আয-যুমার, আয়াত নং-২৩।

২. সূরা মরিয়ম, আয়াত নং-৫৮।

www.pathagar.com

জাফর বিন আবি তালেব আল-কুরআনের সূরা মরিয়মের তিলাওয়াত। তখন নাজ্জাসীর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। সে রাসূল (সা)-এর উপর ঈমান এনেছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذَا سَمِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ. (المائدة : ٨٣)

অর্থ : রাসূলের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তারা যখন তা শোনে তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন। এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে ফেলেছে।[৩]

নাজ্জাসীর মৃত্যুর খবর শুনে আল্লাহর রাসূল (সা) গায়েবানা জানাযার নামায পড়েছিলেন। এছাড়া যারা আল্লাহর শাস্তির ভয়ে কাঁদে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন :

عَيْنَانِ لَاتَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ تَحْرِسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. (ترمذى)

অর্থ : জাহান্নামের আগুন দুই ব্যক্তির চোখ স্পর্শ করবে না– (ক) যে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করেছে (খ) আর যে জেহাদের ময়দানে জেগে শত্রুর পাহারা দিয়েছে।[৪]

সুতরাং যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তারা আল্লাহর আযাবের ভয়ে কাঁদেন। তাদের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া অশ্রুর বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে দেন।

কুরআনের শহীদ নামে খ্যাত যুবক 'আলী বিন ফোদায়েল বিন আয়াদ' তার পিতার পেছনে মাগরিবের নামায আদায় করছিলেন।

৩. সূরা আল-মায়েদা, আয়াত নং-৮৩।

৪. তিরমিযী।

www.pathagar.com

পিতা ফোদায়েল সূরা তাকাসুরের ৬ নং আয়াত لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ। "তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে"। এই আয়াতটি নামাযে শুনার পর সে মধ্যরাত পর্যন্ত বেহুশ ছিলেন।

মোহাম্মদ বিন নাজিয়া বলেন : একদিন ফোদায়েল ফজরের নামাযে সূরা আল-হাক্কার ৩০ নং আয়াতটি পড়েন, তা হচ্ছে- خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ. অর্থ : তাকে ধর এবং শিকল পরাও। এটি নামাযে শুনে ছেলে আলী নামাযে বেহুশ হয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত মারা যান। এজন্য তাকে কুরআনের শহীদ বলা হয়।[১]

আবদুল্লাহ বিন ওমর (র) বলেন : এ উম্মতের পূর্বসূরীরা যতটুকু কুরআন মুখস্থ করতেন, ততটুকুর উপর আমল করতেন। শেষ যুগের উম্মতের মধ্যে অন্ধ এবং শিশু পর্যন্ত কুরআন পড়ে কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করেনা। এ কারণে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন : আমাদের জন্য কুরআন মুখস্থ করা সহজ এবং আমল করা কঠিন। তাই সাহাবায়ে কিরাম (রা) ১০টি আয়াতের জ্ঞান অর্জন ও আমল করা ব্যতীত এক সাথে বেশী আয়াত পড়তেন না। অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম আল-কুরআন শিখতেন এবং কুরআনের শিক্ষানুযায়ী আমল করতেন। দুঃখের বিষয়, বর্তমান যুগের মুসলমানগণ আল-কুরআন তিলাওয়াত করেন, কিন্তু আমল করেন না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ. (البقرة : ١٢١)

অর্থ : আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা যেন যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে।[২] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : এই আয়াতে 'যথার্থ তিলাওয়াত মানে' "আল-কুরআন" বুঝে পড়ে হালাল ও হারাম জানা।

---

১. রমজানের তিরিশ শিক্ষা, পৃষ্ঠা নং-১৪০।

২. সূরা বাকারা, আয়াত নং-১২১।

www.pathagar.com

কুরআন তিলাওয়াতে কান্না

আল্লাহর কুরআন সুন্দর ও সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করতে মুহাম্মদ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ সুন্দর কণ্ঠ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করলে মানুষের হৃদয়ে এর প্রভাব পড়ে। বারা ইবনে আযিব (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন :

زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْاٰنَ حَسَنًا. (رواه الحاكم وصححه الألبانى)

অর্থ : তোমাদের মধুর কণ্ঠের মাধ্যমে আল-কুরআনের তিলাওয়াতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।[১]

সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে আবু মূসা আশয়ারী (রা) অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তিলাওয়াত শুনে থমকে দাঁড়ালেন এবং নিবিষ্ট মনে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে থাকেন। এরপর রাসূল (সা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাকে দাউদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করেছেন। একথা শুনার পর তিনি রাসূল (সা)-কে বলেন : আপনি আমার তিলাওয়াত শুনেছেন, একথা আমার জানা থাকলে আরো সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করতাম।[২]

আবু লুবাবাহ বশির বিন আবদুল মোনজের বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ فَلَيْسَ مِنَّا. (ابو داود)

---

১. হাকেম, আলবানীর দৃষ্টিতে সহীহ হাদীস।

২. তাফসীরে ইবনে কাসির।

www.pathagar.com

অর্থ : যে সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন :

مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنَ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ. (متفق عليه)

অর্থ : মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সুন্দর কণ্ঠে ও উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৪]

তাই, যারা সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করেন, এতে তাদের রূহের শক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্তরের মধ্যে এর প্রভাব পড়ার কারণে নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে এবং কুরআনকে সে জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নেয়।

নেককার ব্যক্তির মৃত্যুতে আসমান ও জমিনের ক্রন্দন

পৃথিবীতে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আপনজনরা তার আগমনে আনন্দ স্ফূর্তি করে। আবার, আপনজনের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করলে আত্মীয়স্বজন কাঁদেন।

পৃথিবীর কোন কোন জালেম শাসক মানুষের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন চালিয়ে দেশ শাসন করে। জনগণের কল্যাণের জন্য তারা কোন কাজ করেনি। তাদের মৃত্যুর পর ঐ দেশের জনগণ তাদের জন্য অশ্রু বের করে কাঁদে না। যখন তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে, তার জন্য অনেকে আনন্দিত হয়। অপরদিকে যে শাসক মানুষের উপর জুলুম, অত্যাচার করেনি। মানুষের কল্যাণের জন্য সবসময় কাজ করেছে। তার মৃত্যুর পর ঐ দেশের এবং বিশ্বের জনগণ

৩. আবু দাউদ।

৪. বোখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

অন্তরের গভীর থেকে তার জন্য দো'আ ও অশ্রু ফেলেন। সুতরাং মানুষের কার্যাবলীর কারণে সৃষ্টিজগৎ কখনো হাসে আবার কখনো কাঁদে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. (النجم : ٤٣)

অর্থ : তিনি আল্লাহ যিনি মানুষকে হাঁসান এবং কাঁদান।[১]

ফেরাউন জনগণের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন চালিয়েছিল। সে যখন লোহিত সাগরে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছিল; আসমান ও জমিনের কেউ তার জন্য অশ্রু বের করে কাঁদেনি। কারণ সে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল। আল্লাহর বান্দাদেরকে বে-ইজ্জতি করেছিল, নেককার ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের অপদস্থ করেছিল। আকাশের ফেরেশতারা ও জমিনের বাসিন্দারা কেউ ফেরাউনের মৃত্যুতে কাঁদেনি। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে বলেন :

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِيْنَ. (الدخان : ٢٩)

অর্থ : আকাশ ও পৃথিবী তাদের জন্য ক্রন্দন করেনি এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়নি।[২]

অপরদিকে আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দা ইন্তেকাল করার সাথে সাথে আসমান ও জমিনের বাসিন্দারা কাঁদতে থাকেন। যেমন 'সায়াদ বিন মা'য়াজের' ইন্তেকালের পর আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল, যা আল্লাহর রাসূলের (সা) হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি। তাই নেককার বান্দাদের জন্য সৃষ্টিজগৎ-এর সকলেই তাঁর মাগফিরাতের জন্য কাঁদেন। এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : নেককার লোকের মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবী কাঁদে।

---

১. সূরা আল-নাজম, আয়াত নং-৪৩।

২. সূরা আদ-দুখান, আয়াত নং-২৮।

www.pathagar.com

অপরদিকে হযরত আলী (রা) বলেন : সৎলোক মৃত্যুবরণ করলে আকাশ ও পৃথিবী কাঁদে।[৩] এই কারণে একজন কবি বলেছেন : 'এমন জীবন করিও গঠন, মরণে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভূবন'। তাই হায়াতকে মূল্যবান মনে করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্যে আমল করি ও অশ্রুসজল করতে চেষ্টা করি।

কান্নার প্রকারভেদ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহ) তাঁর লিখিত 'জাদুল মায়াদ' গ্রন্থে দশ প্রকার কান্নার কথা উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে–

প্রথমত : দয়া ও সহানুভূতির কান্না।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহর ভয়ে কান্না।

তৃতীয়ত : ভালোবাসা বা আকাঙ্ক্ষা বশত কান্না।

চতুর্থত : আনন্দের কান্না, যাকে আনন্দাশ্রু বলে।

পঞ্চমত : উৎকণ্ঠিত হয়ে কান্না করা।

ষষ্ঠতম : চিন্তান্বিত হয়ে কান্না করা।

সপ্তমত : গ্লানি বা দুর্বলতার সময় কান্না।

অষ্টমত : আল্লাহর রাস্তায় দান করার সময় কান্না।

নবমত : কৃত্রিম বা ভাড়াটে কান্না।

দশমত : না জেনে, সকলের সাথে কান্নাকাটি করা।

---

৩. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, সূরা ফোরকানের ২৯ আয়াত।

www.pathagar.com

কম হাসুন, বেশী কাঁদুন

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা)-এর খোৎবা শুনে অনেক সাহাবায়ে কিরাম মুখমণ্ডল ঢেকে নাকের বাঁশির শব্দসহ ফুঁফিয়ে কান্নাকাটি করতেন। রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে একটি হৃদয়গ্রাহী হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসখানা হচ্ছে–

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّىْ اَرٰى مَالاَ تَرَوْنَ اَطَّتْ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا اَنْ تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضِعٌ اَرْبَعٌ اَصَابِعَ اِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعَدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى. (رواه الترمذى)

অর্থ : আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা তা দেখতে পাচ্ছো না। আকাশ উচ্চস্বরে আওয়াজ করছে, আর এর উচ্চস্বরে আওয়াজ করার অধিকার আছে। কেননা, তাতে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা খালি নেই, বরং ফেরেশতারা তাতে আল্লাহর জন্য সেজদায় তাদের কপাল ঠেকিয়ে রেখেছেন। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে পারতে, তাহলে তোমরা অবশ্যই কম হাসতে, বেশী করে কাঁদতে। আর তোমরা স্ত্রীদের সাথে বিছানায় শুয়ে

www.pathagar.com

আমোদ-প্রমোদ করতে না এবং মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্য বনে জঙ্গলে বেরিয়ে যেতে।[১]

আল্লাহর শাস্তির ভয়ে কান্না খুব কম মানুষের আসে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, আল্লাহর কথা শুনলে তাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর একবার সূরা আল-মোতাফ্‌ফিফিনের ৬নং আয়াতটি পড়তে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত সামনের আয়াত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে–

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ. (المطففين : ٦)

অর্থ : কিয়ামতের দিন সকল মানুষ সারা জাহানের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে।[২]

ইবরাহীম বিন আশয়াছ বর্ণনা করেন : আমি ফুজাইলকে এক রাতে সূরা মুহাম্মদের একটি আয়াত বারবার পড়তে শুনেছি, তাঁর চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। সে আয়াতটি হচ্ছে–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ـ (محمد : ٣١)

অর্থ : আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যে পর্যন্ত না জেনে নেব কে তোমাদের মধ্যে জেহাদকারী ও কে ধৈর্যধারণকারী এবং তোমাদের অবস্থানসমূহকে যাচাই করে নেব।[৩]

অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় কে জেহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং মনের গোপন রহস্যকে আল্লাহ অবশ্যই যাচাই করবেন। তখন আল্লাহ সত্যিকার ঈমানদার ও বেঈমানগণকে পার্থক্য করবেন।

---

১. তিরমিযী।

২. মোতাফ্‌ফিফিন, আয়াত নং-৬।

৩. সূরা মুহাম্মদ, আয়াত নং-৩১।

www.pathagar.com

আদম (আ)-এর কান্না

দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা কখনো কল্যাণকর নয় বরং বিপদে ফেলানোর একটি ষড়যন্ত্র মাত্র। অনেক সময় অসৎ লোকেরা আল্লাহর নামে শপথ করে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে ধোঁকায় ফেলে দেয়। তখন বিপদে পড়ে মানুষ অশ্রু বের করে কাঁদেন। এই পৃথিবীর মধ্যে মানুষের জন্য সবচেয়ে প্রকাশ্য শত্রু হচ্ছে– শয়তান। সে আদি পিতা আদম (আ) ও হাওয়াকে শপথ করে যে কথাগুলো বলেছিল, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন :

وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ وَقَاسَمَهُمَا اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ. (الاعراف : ٢١، ٢٠)

অর্থ : তোমাদের প্রতিপালক এ গাছ থেকে এজন্য নিষেধ করেছেন তোমরা যেন ফেরেশতা না হয়ে বস, অথবা চিরকাল বেহেশতের অধিবাসী না হও। শয়তান কসম খেয়ে বললো আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।[১]

শয়তানের কসমের কথা বিশ্বাস করে আদম ও হাওয়া উভয়েই নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করেছেন। এর পরিণতিতে উভয়ে কি সমস্যায় পড়েছেন, স্বয়ং আল্লাহ বলেন :

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ. (الاعراف : ٢٢)

---

১. সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং-২০, ২১।

www.pathagar.com

অর্থ : যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর জান্নাতের পাতা জড়াতে লাগলো।[২]

আদম (আ) জান্নাতে একশত বছর পর্যন্ত কেঁদেছেন।[৩] অপরদিকে ইবনে কুদামাহ তাঁর লিখিত আত-তাওয়াবিন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আদম (আ) নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ায়– জান্নাতে দুইশত বছর কেঁদেছেন।[৪] এরপর তারা আল্লাহর শিখানো একটি দো'আ পড়েছিলেন। এই দো'আর কারণে আল্লাহ তাদের ভুল ক্ষমা করে দেন। সে দো'আটি হচ্ছে–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ. (الاعراف : ٢٣)

অর্থ : হে আমাদের রব! আমরা আমাদের আত্মার উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবো।[৫]

আদম (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের নিষিদ্ধ গাছটি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু আদম (আ) আল্লাহর ঐ কথাটি ভুলে গিয়েছিলেন। স্বয়ং আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ـ (طه : ١١٥)

---

২. সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং-২২।

৩. দুমুহ আল-সালেহীন, পৃ. নং-২৮।

৪. তাওয়াবিন, পৃ. নং-১৫-১৭।

৫. সূরা আ'রাফ, আয়াত নং-২৩।

www.pathagar.com

অর্থ : ইতিপূর্বে আমি আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। এরপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তাঁর মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।[১]

অপরদিকে শয়তান জেনে, শুনে অহংকার করে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছিল। তখন আল্লাহ শয়তানকে বলেছিলেন :

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. (الحجر : ٣٥)

অর্থ : কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত তোমার উপর আমার অভিসম্পাত।[২]

তাই মানব জাতি ভুলবশত অনেক সময় অপরাধ করে ফেলে। ভুল স্বীকার করে যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা যায় তাহলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। যেমন ক্ষমা করেছিলেন আদম (আ)-এর ভুলবশত অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا. (النساء : ١١٠)

অর্থ : যে কেউ গুনাহ করে অথবা নিজের আত্মার উপর জুলুম করে এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও করুণাময় পাবে।[৩]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রা) তাঁর লিখিত "الداء والدواء" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : দো'আ কবুলের সময় হচ্ছে ৬টি। (১) রাতের শেষ তৃতীয়াংশে, (২) আযানের সময়, (৩) আযান ও ইকামাতের মধ্যের সময়, (৪) ফরয নামাযের পর, (৫) ইমাম সাহেব জুমার দিন খোৎবা দেয়ার জন্য মিম্বারে উঠার সময় ও (৬) আছরের শেষ সময়।[৪]

---

১. সূরা ত্বহা, আয়াত নং-১১৫।

২. সূরা হিজর, আয়াত নং-৩৫।

৩. সূরা আন-নিসা, আয়াত নং-১১০।

৪. আদ-দা, ওয়াদ দাওয়া, পৃ. নং-৩৬।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَإِنِّىْ اَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ. (مسلم)

অর্থ : হে মানুষ, আল্লাহর কাছে তওবা করো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আমি প্রত্যেক দিন একশত বার তওবা করি।[১]

তাই জীবনের অপরাধের জন্য বিনয়, কাকুতি-মিনতি ও অশ্রু সজলের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা দরকার। তবেই তিনি আমাদের আদি পিতার ন্যায় আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন।

নূহ (আ)-এর অশ্রু

মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে মানুষকে আল্লাহর পথ ও শয়তানের পথের পার্থক্য বুঝাতে পারেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা পঁচিশজন নবী ও রাসূলের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক হায়াত পেয়েছিলেন দুইজন নবী। তাদের একজন হলেন আমাদের আদি পিতা আদম (আ) আর দ্বিতীয়জন হলেন নূহ (আ)। ইতিহাস থেকে জানা যায়, আদম (আ) এক হাজার, কেউ কেউ বলেছেন সাড়ে নয় শত বছর হায়াত পেয়েছিলেন। অপরদিকে নূহ (আ)-এর ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا. (العنكبوت : ١٤)

---

১. মুসলিম শরীফ।

www.pathagar.com

অর্থ : আমি নূহ (আ)-কে তাঁর জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে এক হাজার থেকে পঞ্চাশ বছর কম অবস্থান করেছিলেন। অর্থাৎ সাড়ে নয়শত বছর হায়াত পেয়েছিলেন নূহ (আ)।[১]

আরবীতে নূহ শব্দের অর্থ– কান্না। আল্লাহর নবী নূহ (আ) আল্লাহর আযাবের ভয়ে প্রায় সময় কাঁদতেন বলে 'নূহ' বলা হয়। আদম (আ)-এর ইন্তেকালের দশ শতাব্দী পরে আল্লাহ নূহ (আ)-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন।[২] আল্লাহ তা'আলা 'বনু রাসেব' গোত্রের জন্য নূহ-কে নবী নির্বাচিত করেন। তিনি নবী নির্বাচিত হওয়ার পর তার জাতির কাছে রাতে ও দিনে আল্লাহর উপর ঈমান আনার দাওয়াত দেন এবং আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান জানান। কিন্তু তার জাতির লোকেরা নূহ (আ)-কে দেখলে কানে আঙ্গুল, মুখে কাপড় জড়িয়ে রাখতো, যাতে নূহ দাওয়াত দিতে না পারে। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন :

جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوْا اِسْتِكْبَارًا. (نوح : ٧)

অর্থ : (আমার দাওয়াতে) তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে। জেদ ধরেছে এবং খুবই ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে।[৩]

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে মারধর করতো, এরপর তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে থাকতেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে কম্বল জড়িয়ে তাঁর গৃহে রেখে দিত। তিনি পুনরায় হুঁশ আসার পর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আবার আল্লাহর উপর ঈমান ও তাঁর ইবাদতের কথা বলতেন।[৪]

---

১. সূরা আনকাবূত, আয়াত নং-১৪।

২. বোখারী শরীফ।

৩. সূরা নূহ, আয়াত নং-৭।

৪. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, সূরা নূহ।

www.pathagar.com

নেককার বান্দার মূর্তি বানিয়ে ইবাদত শুরু

আদম ও নূহ (আ)-এর সময়ের মধ্যে সকল মানুষ ইসলামের উপর ছিলো। কিন্তু সেই যুগে পাঁচজন নেককার লোক ছিলেন। ইমাম বাগভী বলেন : এই পাঁচজন লোক আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা ছিলেন। সমাজের লোকেরা তাদের নাম জানতো। শয়তানের প্ররোচনায় সমাজের লোকেরা পরবর্তীতে পাঁচজনের মূর্তি বানিয়ে ইবাদত ও উপাসনা শুরু করে। নূহ (আ)-এর যুগে সর্বপ্রথম পৃথিবীর বুকে মূর্তি পূজার সূচনা হয়। নূহ (আ) যত দাওয়াত দিলেন 'তারা মূর্তি পূজা ত্যাগ না করার ঘোষণা দিলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَقَالُوْا لَاتَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَاسُوَاعًا وَّلَايَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا. (نوح : ٢٣)

অর্থ : নেতারা বলেছে 'তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে কখনো ত্যাগ করোনা। অদ্দ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকে।[১]

ইতিহাস থেকে জানা যায়– পাঁচটি মূর্তির মধ্যে সবচেয়ে বড় মূর্তিটির নাম ছিলো 'অদ্দ'। সে ছিলো পুরুষ দেবতা। আর দেবীর আকৃতিতে 'সুয়া' মূর্তিটি ছিলো। আর ইয়াগুস ছিলো 'সিংহের' আকৃতির মতো। আর ঘোড়ার আকৃতির ন্যায় ছিলো 'ইয়াউক মূর্তি'। আর সর্বশেষ 'নসর' মূর্তিটি ছিলো 'ঈগলের' আকৃতির মতো। এইভাবে যে যুগের কায়েমী স্বার্থপর লোকেরা জনগণের উপর মূর্তি পূজা বাধ্য করেছিল। আল্লাহর নবী নূহ (আ)–কে নেতারা অহংকারী ভাষায় সতর্ক করে দিয়ে বললো :

فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ. (هود : ٣٢)

১. সূরা নূহ, আয়াত নং-২৩।

www.pathagar.com

অর্থ : হে নূহ! তোমার সেই শাস্তি নিয়ে আস, যে সম্পর্কে তুমি আমাদেরকে সতর্ক করেছিলে, যদি তুমি সত্যবাদী হও।[২]

এরপর নূহ (আ) তাঁর জাতিকে বললো : তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া আমার কাজ নয়। এটি আল্লাহর কাজ। তিনি চাইলে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন। আর তিনি যদি তোমাদেরকে শাস্তি দিতে চান, তোমরা কিছুতেই তা ঠেকাতে পারবে না।[৩]

নূহ (আ)-এর বহু চেষ্টা প্রচেষ্টার পরও তার জাতি যখন ঈমান আনতে অস্বীকার করলো, তখন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন নূহ (আ)-কে অহী মারফতে জানিয়ে দিলেন তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন :

لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلاَّ مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ. (هود : ٣٦)

অর্থ : ইতিপূর্বে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া তোমার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবে না। তাই তাদের কার্যকলাপে তুমি বিমর্ষ হয়ো না।[৪]

জনগণ কর্তৃক নির্যাতিত ও অশ্রু বিসর্জনকারী আল্লাহর প্রিয় বান্দা নূহ (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব আসার সতর্ক সংকেত দেখে বললেন :

لاَ تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا. (نوح : ٢٦)

অর্থ : হে প্রভু! আপনি কাফেরদের একজনের ঘরকেও রেহাই দেবেন না।[৫]

---

২. সূরা হূদ, আয়াত নং-৩২।

৩. সূরা হূদ, আয়াত নং-৩৩।

৪. সূরা হূদ, আয়াত নং-৩৬।

৫. সূরা হূদ, আয়াত নং-২৬।

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন নূহ (আ)-এর দো'আ কবুল করে বললেন : তুমি আমার সম্মুখে একটি নৌকা তৈরী করো। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. (هود : ٣٧)

অর্থ : আমার সম্মুখে এবং আমার নির্দেশে তুমি একটি নৌকা বানাও।[৬]

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম নৌকা বা জাহাজ নির্মাণের গোড়াপত্তন করেছিলেন নূহ (আ)। নৌকা বানানোর কৌশল জিবরীল (আ) নূহকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নূহ (আ) তিনশ' গজ লম্বা, পঞ্চাশ গজ প্রস্থ এবং ত্রিশ গজ উঁচু ত্রিতলা নৌকা বানিয়েছিলেন।[৭] নৌকা বানানোর দৃশ্য দেখে তার জাতির লোকেরা তাকে অনেক উপহাস করেছে। তিনি সকল উপহাসকে উপেক্ষা করে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নৌকা তৈরী করেছেন এবং আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল 'চুলা ফেটে মাটির নিচ থেকে অনর্গল পানি উঠতে লাগলো। নূহ (আ) বুঝতে পারলেন আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। তিনি সকল ঈমানদার লোকদেরকে নৌকায় তুলে নিলেন এবং জীবজন্তুও এক এক জোড়া নৌকায় তুললেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী 'ওয়াগেলা ও ছেলে কেনআন' কাফেরের সাথে থাকায় নৌকাতে উঠতে অস্বীকৃতি জানালো। আর আল্লাহ তা'আলা নূহ-কে জানিয়ে দিয়েছেন :

وَلَاتُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ.
(هود : ٣٧)

৬. সূরা হূদ, আয়াত নং-৩৭।

৭. তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন।

www.pathagar.com

অর্থ : যারা জালেম তাদের ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করো না– অবশ্যই তারা ডুবে মরবে।[৮]

এরপর নূহ (আ) ছেলে 'কেনআন'-কে লক্ষ্য করে বললেন, এখনো সময় আছে, ঈমান এনে আমাদের সাথী হও। কাফেরদের সাথী হয়ো না। পিতার আহ্বানের জবাবে ছেলে বললো : আমি পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেব, পানি থেকে বাঁচতে পারবো। নূহ (আ) ছেলেকে বললো :

لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلاَّ مَنْ رَحِمَ. (هود : ٤٢)

অর্থ : আল্লাহর করুণা ছাড়া কেউ আজ রক্ষা পাবে না।[৯]

নিজের চোখের সামনের পুত্রের মৃত্যুবরণ করাটা কোন পিতা সহ্য করতে পারে না। পাহাড়ের উপর পর্যন্ত পানি উঠে যাবে এ বিশ্বাস নূহ (আ)-এর ছিলো। ছেলের কল্যাণের দিকে চিন্তা করে নূহ (আ) আল্লাহর নির্দেশ ভুলে গিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে আল্লাহ তা'আলাকে বললেন :

إِنَّ إِبْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ . (هود : ٤٥)

অর্থ : (হে রব!) আমার পুত্র আমারই পরিবারভুক্ত। আর আপনার ওয়াদা নিঃসন্দেহে সত্য। আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।[১০]

অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

---

৮. সূরা হূদ, আয়াত নং-৩৭।
৯. সূরা হূদ, আয়াত নং-৪৩।
১০. সূরা হূদ, আয়াত নং-৪৫।

www.pathagar.com

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ. (التغابن : ١٤)

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও।[১১]

পরের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন : ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা। নূহ (আ)এর ছেলের মায়ায় আল্লাহর কাছে আবেদন করার ফলে আল্লাহ নূহ-কে জানিয়ে দিলেন :

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ. (هود : ٤٦)

অর্থ : হে নূহ! সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার। সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করো না, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই।[১২]

এরপর নূহ (আ) আল্লাহর কাছে এই আবেদনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছিলেন :

وَاِلَّا تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىْ اَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ. (هود : ٤٧)

অর্থ : (হে আমার মাবুদ!) আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো।[১৩]

এরপর ছেলে 'কেনআনের' উপর এক বিরাট তরঙ্গ আঘাত করলো। ফলে সে ডুবে মৃত্যুবরণ করলো।[১৪]

---

১১. সূরা তাগাবুন, আয়াত নং-১৪।

১২. সূরা হূদ, আয়াত নং-৪৬।

১৩. সূরা হূদ, আয়াত নং-৪৭।

১৪. সূরা হূদ, আয়াত নং-৪৩।

www.pathagar.com

এই ঘটনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি নবীর ছেলে ও স্ত্রী হলেও আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না, যদি না তারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনে। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পিতা-মাতা যদি ছেলে সন্তানের জন্য দো'আ করে সে দো'আ ফেরত দেয়া হয় না। কিন্তু জালেম, কাফের ছেলের জন্য অশ্রু ফেলে দো'আ করলেও তা কবুল হয় না। আমরা যেন সত্যিকার নেক বান্দাদের ন্যায় অশ্রু বিসর্জন করে খালেছভাবে চোখের পানি ফেলতে পারি, এই প্রার্থনা আল্লাহর কাছে করছি।

ইবরাহীম (আ)-এর অশ্রু

আমরা মুসলিম জাতি। মুসলমান হিসেবে আমাদের নাম সর্বপ্রথম রেখেছেন ইবরাহীম (আ)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ. (الحج : ٧٨)

অর্থ : তিনি তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন।[১]

ইবরাহীম (আ)-এর জন্মস্থান হচ্ছে– ইরাক। তাঁর পিতার নাম হচ্ছে– আজর। পিতা আজর ছিলেন একজন ধর্মীয় পুরোহীত। তিনি নিজ হাতে মূর্তি বানাতেন এবং মূর্তিগুলোর উপাসনা করতেন। এমতাবস্থায় আজর-এর এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। মনের খুশিতে নাম রাখলেন 'ইবরাহীম'।

পিতা আজর ভাবলেন, আমার মৃত্যুর পর এই পুত্র 'ইবরাহীম'ই হবেন– ধর্মীয় পুরোহিত। সে রক্ষা করবে তার ধর্মীয় ঐতিহ্য। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনা ছিলো ভিন্ন রকম। ছোট বয়সেই তিনি সবকিছু যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন। বুঝার জন্য আল্লাহ তাঁকে অগাধ জ্ঞান, প্রজ্ঞা দান করেছেন। পিতা আজর যে

১. সূরা হজ্জ, আয়াত নং-৭৮।

www.pathagar.com

সমস্ত মূর্তি বানিয়ে উপাসনা করেন, তিনি এগুলো নিয়ে ভাবতে থাকেন। কারণ মানুষের উপকার ও অপকার করার শক্তি মূর্তির নেই। কেউ যদি মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে, এদের আত্মরক্ষা নিজেরাই করতে পারে না, কিভাবে মানুষের উপকার করবে। তাই তাঁর পিতা আজরকে বললেন :

يٰأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا. (مريم : ٤٢)

অর্থ : হে পিতা! যে শুনেনা, দেখেনা এবং আপনার কোন উপকার করতে পারেনা, তার উপাসনা কেন করেন?[২]

ইবরাহীম (আ)-এর যুক্তিপূর্ণ কথা শুনার পর পিতা আজর চিন্তা করতে লাগলেন যে ইবরাহীমকে নিয়ে আমার এত আশা! সে তো এখন উল্টো দেখতে পাচ্ছি। ছেলে ইবরাহীমকে সাবধান করে বললেন :

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يَا إِبْرٰهِيْمُ ـ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا. (مريم : ٤٧)

অর্থ : হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? তুমি যদি বিরত না হও? অবশ্যই আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবো। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।[৩]

ইবরাহীম (আ) আসল মা'বুদ চিনার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা শুরু করলেন। একদিন তিনি রাত্রির অন্ধকারে আকাশের তারকাকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করলেন। তারকা যখন ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন আমি অস্তমিতকে ভালোবাসি না। এরপর চাঁদের

২. সূরা মরিয়ম, আয়াত নং-৪২।

৩. সূরা মরিয়ম, আয়াত নং-৪৭।

www.pathagar.com

স্নিগ্ধ আলো দেখে চাঁদকে মা'বুদ স্থির করলেন। চাঁদ যখন অস্তমিত হয়ে গেল, তখন তিনি চাঁদকে মা'বুদ স্থির করা থেকে বাদ দিলেন। এরপর সকাল বেলায় বিরাট সূর্যকে দেখলেন, তাকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করলেন। সূর্য যখন অস্তমিত হলো তখন তিনি বললেন : হে আমার জাতি তোমরা যার সাথে অংশীদার স্থাপন করছো আমি এর থেকে মুক্ত। আমি ঘোষণা করছি :

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. (الانعام : ٧٩)

অর্থ : আমি একমুখী হয়ে স্বীয় চেহারাকে ঐ সত্তার দিকে ফিরিয়েছি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।[৪]

এভাবে আমাদের জাতির পিতা ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পেরেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন :

وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا. (النساء : ١٢٥)

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে খলিল বা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৫]

আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহীম তার জনগণকে মূর্তি পূজা থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক পরিকল্পনা হাতে নিলেন, যাতে তাঁর জনগণ আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়। তিনি একদিন সুযোগ পেয়ে 'ঠাকুর ঘরে গেলেন। দেখতে পেলেন মূর্তিগুলোর সামনে উন্নত ধরনের খাবার পড়ে রয়েছে। কিন্তু মূর্তিগুলো খাচ্ছে না।

৪. সূরা আনআম, আয়াত নং-৭৯।

৫. সূরা আন-নিসা, আয়াত নং-১৩৫।

www.pathagar.com

এরপর তিনি সকল মূর্তিগুলো ভেঙ্গে বড় মূর্তিটি রেখে দিলেন যাতে প্রশ্নের সম্মুখিন হলে উত্তর দিতে পারেন। মূর্তিগুলোর এই অবস্থা দেখে সবাই অবাক হলেন। কেউ কেউ বললো ইবরাহীম মূর্তির সমালোচনা করতে শুনেছি। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীমকে জনসম্মুখে এনে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের মূর্তিগুলোর সাথে তুমি কি এ ব্যবহার করেছ? ইবরাহীম (আ) বললেন :

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ. (الأنبياء : ٦٣)

অর্থ : এই বড় মূর্তিটি এ কাজ করেছে, তাই তাদের বড় মূর্তিটিকে জিজ্ঞেস করো, যদি তারা কথা বলতে পারে।[৬]

ইবরাহীম (আ) মিথ্যা বলেননি। তিনি রূপক অর্থে বড় মূর্তিটির দিকে সম্বোধন করেছেন।

তখন জনগণ বললো :

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ. (الأنبياء : ٦٥)

অর্থ : তুমি তো জানো মূর্তিগুলো কথা বলতে পারেনা।

তখন ইবরাহীম (আ) জনগণকে বললেন :

قَالَ أَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ. (الأنبياء : ٦٦)

অর্থ : তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করো, যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না।[৭]

---

৬. সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং-৬৩।

৭. সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং-৬৬।

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত শাসক ও জনগণ উভয় মিলে মূর্তি ভাঙ্গার অপরাধে ইবরাহীমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিলো। অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে ইবরাহীমকে তাতে নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন ফেরেশতাকুল ও ভূলোকের সমস্ত জীব চিৎকার করে বলে উঠলো : হে রব! আপনার বন্ধুর এই বিপদ! আল্লাহ তাদেরকে ইবরাহীমের সাহায্যে এগিয়ে আসার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতারা সাহায্য করার জন্য ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করলেন- 'ইবরাহীম জবাবে বললেন' আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। এরপর জিবরীল (আ) ইবরাহীমকে বললেন : কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। ইবরাহীম (আ) বললেন, সাহায্যের প্রয়োজন আছে, কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে।[৮]

এরপর ইবরাহীম (আ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো। আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীমের শরীরে আগুন যেন কোন ক্ষতি ও জ্বালাতে না পারে পূর্বেই আল্লাহ আগুনকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ. (الأنبياء : ٦٩)

অর্থ : হে আগুন ইবরাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও।[৯]

ঐতিহাসিকভাবে বর্ণিত হয়েছে ইবরাহীম (আ) অগ্নিকুণ্ডে সাতদিন ছিলেন। তিনি বলতেন : ঐ সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি, সারা জীবন তা ভোগ করেনি।[১০]

এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপন বন্ধু ইবরাহীমের জন্য সাহায্যের দৃষ্টান্ত। আগুনের শক্তি নেই ইবরাহীমের একটি পশম

৮. তাফসীর মাজহারী ও তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, সূরা আম্বিয়া।

৯. সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং-৬৯।

১০. তাফসীরে মাজহারী ও মা'আরেফুল কুরআন।

www.pathagar.com

জ্বালানো। সত্যিকার আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে আল্লাহ এইভাবে সাহায্য করে থাকেন।

এরপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ইবরাহীমের জন্য আরো ১টি মারাত্মক এবং অশ্রু সজল পরীক্ষার সম্মুখিন করলেন। আর আল্লাহর সুন্নাত হচ্ছে পরীক্ষার মাধ্যমে খাঁটি ঈমানদার নির্বাচিত করা। তাই আল্লাহর খলিলকে পরীক্ষার মাধ্যমে আরো অন্তরঙ্গ করার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রিয় বস্তুকে কোরবানী করার নির্দেশ দেন।

ইবরাহীম (আ)-এর বয়স যখন ছিয়াশিতে উপনীত হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। তাঁর নাম রাখেন 'ইসমাঈল।' আল্লাহর নির্দেশে স্ত্রী ও পুত্র ইসমাঈলকে পবিত্র মক্কায় রেখে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র 'ইসমাঈল' হচ্ছেন ইবরাহীমের কাছে প্রিয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা 'প্রিয় বস্তু' ব্যয় না করা পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করা যাবে না বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ. (ال عمران : ٩٢)

অর্থ : তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না করো।[১১]

ইবরাহীম (আ) তাঁর প্রিয় ছেলে ইসমাঈল-কে যবেহ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পুত্র ইসমাঈল-কে স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন। আল্লাহ বলেন :

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ إِنِّىْ أَرٰى فِى الْمَنَامِ أَنِّىْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى. (الصفات : ١٠٢)

১১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-৯২।

www.pathagar.com

অর্থ : যখন সে পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইবরাহীম তাকে বললো : হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কি?[১২]

তের বছরের ইসমাঈলের কাছে যবেহের প্রস্তাব দেয়ার সাথে সাথে পুত্র ইসমাঈল তাঁর সম্মতি জানিয়ে বলেন :

قَالَ يٰأَبَتِ إفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ. (الصفات : ١٠٢)

অর্থ : হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন।[১৩]

যেমন পিতা, তেমনি পুত্র। আল্লাহর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হলেন ইসমাঈল। তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– পুত্র ইসমাঈল পিতাকে বললেন : আমাকে খুব শক্ত করে বেঁধে নিন, যাতে আমি বেশী ছটফট করতে না পারি এবং আপনার পরিধেয় বস্ত্র সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ফোটা না পড়ে। আর ছুরিটি ভালো করে ধার নিয়ে নিন, যাতে আমার গলা দ্রুত কেটে প্রাণ সহজে বের হয়ে যায়।

কারণ মৃত্যু কঠিন ব্যাপার। আপনি আমার মায়ের কাছে পৌঁছে আমার সালাম জানাবেন। যদি আমার জামাটি তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চান নিতে পারেন। হয়তো তিনি এটি পেয়ে কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন।

একমাত্র পুত্র ইসমাঈলের জবেহের মুহূর্তে এই কথাগুলো শোনার পর পিতার মানসিক অবস্থা কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু আল্লাহর খলিল ইবরাহীম (আ) জবাব দিলেন :

---

১২. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত নং-১০২।

১৩. সূরা সাফ্ফাত, আয়া নং-১০২।

www.pathagar.com

হে বৎস! আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্যে তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছো। এরপর তিনি পুত্রকে চুম্বন করলেন এবং অশ্রু সজল অবস্থায় তাঁকে বেঁধে নিলেন।

এরপর ইবরাহীম (আ) অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ইসমাঈলের গলায় ছুরি চালাতে শুরু করলেন। কিন্তু ইসমাঈলের গলা কাটছেনা। এরপর তাকে উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে ছুরি চালাতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে লক্ষ্য করে বললেন :

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ.

(الصفات : ١٠٥)

অর্থ : আপনি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন। এভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।[১৪]

এরপর ইসমাঈলের পরিবর্তে একটি ভেড়া জবেহ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ. (الصفات : ١٠٧)

অর্থ : আমি তার পরিবর্তে এক মহান জন্তু যবেহ করার জন্য দিলাম।[১৫]

এরপর আল্লাহ তা'আলা 'মানুষের পরিবর্তে' পশু কোরবানী করার একটি চিরস্থায়ী সুন্নাত চালু করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ. (الصفات : ١٠٨)

অর্থ : আমি তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের জন্য রেখে দিয়েছি।[১৬]

---

১৪. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত নং-১০৫।

১৫. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত-১০৭।

১৬. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত নং-১০৮।

www.pathagar.com

এভাবে আল্লাহর প্রিয় বান্দা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাতকে আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব মুসলিমের জন্য ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তাই প্রতি বছর ১০ই যিলহজ্জের দিন 'মুসলমানগণ' পশু কোরবানী করে তাকওয়া হাসিলের চেষ্টা করে থাকে। প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করতে মুসলমানরা কখনো কুণ্ঠাবোধ করে না।

এভাবে একজন মুমিন আল্লাহর প্রিয় বান্দায় উপনীত হতে চেষ্টা করে। ইবরাহীমের চোখের পানি আল্লাহ কবুল করে তাকে আল্লাহর খলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ)-এর অশ্রু

ইয়াকুব (আ) ছিলেন ইবরাহীম (আ)-এর নাতি। তার নাম ছিলো ইসরাঈল। ইসরাঈল শব্দের অর্থ হচ্ছে- 'আল্লাহর বান্দা'। ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী সারাহ এর গর্ভে আল্লাহ তা'আলা নব্বই বছরের সময় এক সন্তান দান করেছেন, তাঁর নাম রাখেন 'ইসহাক'। তখন ইবরাহীম (আ)-এর বয়স একশত বছর। বন্ধ্যা সারাহ এর গর্ভে সন্তান ইসহাক ভূমিষ্ঠ হওয়ায় তিনি খুবই আনন্দিত। কারণ পৃথিবীর সকল নারী মা হতে চায়। সন্তানের মুখ দেখতে চায়। মা ডাক না শুনলে কোন নারীর বুক ভরে না। আল্লাহ সারাহ এর মনের দুঃখ সন্তান দিয়ে দূর করেছেন। ইবরাহীম (আ)-এর বড় ছেলে ইসমাঈল, আর ছোট ছেলে ইসহাককে আল্লাহ তা'আলা নবী বানিয়েছেন। আর ইসমাঈলের বংশে এসেছেন মুহাম্মদ (সা)। আর ইসহাকের পরে ইয়াকুব (আ) বংশে প্রায় চার হাজার নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। ইয়াকুব (আ)-এর বংশধরদেরকে 'বনী ইসরাঈল' বলা হয়। এই বংশে ইউসুফ, মূসা, হারুন, দাউদ, সোলায়মান, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা (আ)-এর মতো শ্রেষ্ঠ নবীগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কালক্রমে বনী

www.pathagar.com

ইসরাঈলগণ তাদের মুসলিম জাতির নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন 'ইয়াহুদী'। আর অন্যরা রাখেন 'খ্রিস্টান'। অথচ তাদের পূর্ব পুরুষগণ তাদের নাম রেখেছিলেন 'মুসলিম'। ইসলামের সঠিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত অবস্থায় আজও এ বংশের লোকেরা পৃথিবীতে বর্তমান আছে।

ইয়াকুব (আ) যৌবনে চারটি বিবাহ করেন। ঐ স্ত্রীদের গর্ভে আল্লাহ তা'আলা ১২ জন সন্তান দান করেন। এই ১২ ছেলে থেকে জন্ম নেয় বনী ইসরাঈলের বারটি শাখা। ইসহাকের পর আল্লাহ তা'আলা ইয়াকুবকে নবী হিসেবে মনোনিত করেন। তিনি ফিলিস্তিনে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর বার পুত্রের মধ্যে ইউসুফ (আ)-কে তিনি বেশী ভালোবাসতেন। তিনি যেমন আল্লাহর নবী, তাই তিনি বুঝতে পেরেছেন পুত্র ইউসুফও আল্লাহর নবী মনোনিত হবেন। শেষ পর্যন্ত পুত্র ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্নটি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মানুষের জানার জন্য তুলে ধরেছেন, আল্লাহ বলেন :

وَإِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ إِنِّىْ رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِىْ سٰجِدِيْنَ ـ قَالَ يٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰى إِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا. (يوسف : ٥، ٤)

অর্থ : যখন ইউসুফ পিতাকে বললো, হে পিতা! আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশ্যে সেজদা করতে দেখেছি। পিতা বললেন, হে পুত্র! তোমার ভাইদের কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে।[১]

১. সূরা ইউসুফ, আয়াত নং-৪ ও ৫।

www.pathagar.com

ভাইদের ষড়যন্ত্র এবং আযিযে মিশরের স্ত্রী 'জোলায়খার' পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ পর্যবসিত হওয়ার পর ইউসুফ (আ) একদিন মিশরের খাদ্যমন্ত্রী হলেন। পরে ইউসুফ (আ) মিশরের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ করেন।

এদিকে বিশ্বে খাদ্য সংকট দেখা দেয়ায় বিভিন্ন স্থান থেকে লোকেরা খাদ্যের জন্য মিশরে আসতে লাগলো। ইউসুফের ভাইয়েরাও খাদ্যদ্রব্যের জন্য মিশরে এসেছে। যে ভাইয়েরা ইউসুফকে 'কূপের মধ্যে' ফেলে দিয়েছিল, ঐ ভাইদেরকে তিনি সামনে দেখতে পেলেন। তারা ইউসুফকে চিনতে পারেনি। কিন্তু ইউসুফ (আ) তার পরিচয় গোপন রাখলেন। শেষ পর্যন্ত ছোট ভাই 'বেনিয়ামিনকে চুরির অপরাধে আটক করে বিস্তারিত তথ্য অবগত হলেন। ইয়াকুব (আ) বেনিয়ামিনের আটকের খবর অবগত হওয়ার পর আরো ব্যথিত হলেন। কারণ, এর পূর্বে ইউসুফকে হারিয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন :

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّأْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا- إِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ. (يوسف : ٨٣)

অর্থ : সম্ভবত আল্লাহ তাদের সবাইকে এক সঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।[২]

এরপর ইউসুফ (আ) ভাইদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের জানা আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছো?[৩]

এরপর ইউসুফ (আ) ভাইদেরকে তাঁর পরিচয় তুলে ধরলেন। ভাইয়েরা পূর্বের অপরাধের জন্য লজ্জিত হলেন। এরপর ইউসুফ (আ) সকল ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।

---

২. সূরা ইউসুফ, আয়াত নং-৮৩।

৩. সূরা ইউসুফ, আয়াত নং-৮৯।

www.pathagar.com

ইয়াকুব (আ) ইউসুফের জন্য কাঁদতে কাঁদতে চোখ দুইটির দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। এমনকি চোখ দুইটি শ্বেত বর্ণ ধারণ করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَالَ يٰاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ. (يوسف : ٨٤)

অর্থ : হায় আফসোস ইউসুফের জন্য এবং দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল।[৪]

এরপর ইউসুফ (আ) পিতার চোখের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের জামাটি ভাইদের কাছে দিলেন এবং বললেন : আব্বার চেহারায় জামাটি রাখলেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। জামাটি চেহারায় রাখার সাথে সাথে তিনি চক্ষুষ্মান হলেন।[৫]

এরপর পিতা মাতার সাথে দীর্ঘ আশি বছর পর ইউসুফের সাক্ষাৎ হলো। দীর্ঘ দিনের বিরহ বেদনা আল্লাহ দূর করে দেন। পিতার চোখের পানি আল্লাহ বিফলে ফেলেননি। তাই মনের গভীর থেকে কেউ অশ্রু বিসর্জন করলে, সেই অশ্রু কখনো বিফলে যায় না। যেমন ইয়াকুব (আ)-এর চোখের পানির সফলতা।

উম্মতের জন্য মুহাম্মদ (সা)-এর অশ্রু

আমাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলা শেষনবী মুহাম্মদ (সা)-কে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন, অন্য কোন নবীকে এত সম্মান দেননি। যেমন তিনি তাঁকে তাঁর আরশে নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন, বেহেশত ও দোযখ দেখিয়েছেন। তাঁকে কোথাও নাম ধরে ডাকেননি, তাঁকে বিশ্বনবী বানিয়েছেন। তাঁর জীবনের সকল

৪. সূরা ইউসুফ, আয়াত নং-৮৪।

৫. সূরা ইউসুফ, আয়াত নং-৯৬।

www.pathagar.com

গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাঁর চরিত্রের সার্টিফিকেট স্বয়ং তিনি দিয়েছেন। কিয়ামতের কঠিন ময়দানে সকল নবীরা নাফসী নাফসী বলবে, আর আমাদের নবী উম্মতি উম্মতি বলে চোখের পানি ফেলবেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা)-কে সারা বিশ্ব জাহানের জন্য করুণা করে প্রেরণ করেছেন। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মতের কথা স্মরণ করে প্রায় সময় কাঁদতেন। তিনি সবসময় আমাদের কল্যাণের চিন্তা-ভাবনা করতেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

(التوبة : ١٢٨)

অর্থ : তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছে। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াময়।[১]

আল্লাহর নবী কোমল হৃদয়ের লোক ছিলেন। তিনি সকল ধর্ম, বর্ণের লোকদের সাথে নরম হৃদয় নিয়ে কথা বলতেন। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর প্রশংসায় বলেছেন :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ. (ال عمران : ١٥٩)

অর্থ : আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে যদি আপনি কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো।[২]

১. সূরা তওবা, আয়াত নং-১২৮।

২. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১৫৯।

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন যেমন 'গাফুরুর রাহীম', তেমনি আল্লাহর রাসূলকে 'রাহ্মাতুল্লিল আ'লামীন' তিনিই ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল (সা) স্বীয় উম্মতের শৈথিল্যপরায়ণ ব্যক্তির কথা স্মরণ করে কাঁদতেন। বোখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি আমাকে কুরআন তিলাওয়াত শুনাও। আবদুল্লাহ বললেন, আপনি কি আমার কাছ থেকে কুরআন শুনতে চান? অথচ কুরআন আপনার উপর নাযিল হয়েছে। রাসূল (সা) বললেন : আমি অন্যের কণ্ঠে কুরআন শুনতে ভালোবাসি।

তখন আমি সূরা আন-নিসা তিলাওয়াত করতে গিয়ে এ আয়াতে পৌঁছলাম। তা হচ্ছে :

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا. (النساء : ٤١)

অর্থ : তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনবো প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকবো তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে।[৩]

আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন : যথেষ্ট হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : আমি রাসূলের দিকে তাকালাম, দেখতে পেলাম তাঁর দুই চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে[৪] অর্থাৎ উম্মতের মহব্বতে আল্লাহর রাসূল এভাবে অশ্রু বের করে কেঁদেছেন। কিন্তু সেই উম্মত দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে।

পূর্বের উম্মতদেরকে আযাব দিয়ে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন, অনুরূপ তাঁর উম্মতদেরকে যেন আল্লাহ শাস্তি দিয়ে একেবারে শেষ

৩. সূরা আন-নিসা, আয়াত নং-৪১।

৪. বোখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

করে না দেন, এজন্য তিনি ভয়ভীতির সাথে আল্লাহর কাছে দো'আ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণনা করেন, রাসূলের জামানায় একবার সূর্য গ্রহণ দেখা দিল। তখন রাসূলুল্লাহ মসজিদে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকু করলেন। এরপর দীর্ঘ সেজদা করলেন। ২য় রাকাতেও অনুরূপ দীর্ঘ রুকু ও সেজদা করলেন। সর্বশেষ সেজদাটি করাবস্থায় তিনি 'উহ উহ' বললেন। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমার উপস্থিতিতে আমার উম্মতকে শাস্তি দিবেন না এবং ক্ষমা প্রার্থনা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। রাসূল (সা) নামায শেষ করলেন, তখন সূর্য গ্রহণ চলছিল।[৫]

রাসূল (সা) আল্লাহর কাছে পূর্বের উম্মতদের মতো অনাবৃষ্টি দিয়ে তাঁর উম্মতকে ধ্বংস না করতে দো'আ করেছিলেন এবং পূর্বের উম্মতদের ন্যায় পানিতে ডুবিয়ে না মারতে দো'আ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দো'আ দুইটি কবুল করেছেন।[৬]

এভাবে রাসূল (সা) উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করে আমাদেরকে ধ্বংস থেকে বাঁচার আবেদন করেছেন। সেই উম্মত আল্লাহর কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী জীবন গঠন না করে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করছে। তাদের জন্য আফসোস!

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর যখন পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল হলো, সে আয়াতটি হলো :

أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ.

(النجم : ٥٩، ٦٠)

৫. আবু দাউদ ও তিরমিযী।

৬. মুসলিম।

www.pathagar.com

অর্থ : তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছো এবং তোমরা হাসছো, ক্রন্দন করছো না।[৭]

এই আয়াত শুনার পর আহলে সোফ্ফার সাহাবীরা চোখের অশ্রু বের করে কাঁদতে লাগলেন। তাদের চেহারা বেয়ে চোখের পানি পড়তে লাগলো। আল্লাহর রাসূল (সা) যখন সাহাবীদের হাঁফিয়ে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন, তিনিও আমাদের সাথে কাঁদলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "যে আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আর যে দৃঢ় সংকল্প হয়ে অপরাধ করেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যদি তোমরা অপরাধ না করতে, আল্লাহ এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা অপরাধ করতো, এরপর কৃত অপরাধের জন্য তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।[৮]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ইরশাদ করেছেন :

نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. (الحجر : ٤٩)

আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا. (الفرقان : ٧٠)

অর্থ : কিন্তু যে তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে

৭. আল-নাজম, আয়াত নং-৫৯,৬০।

৮. বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান।

৯. আল-হিজর, আয়াত নং-৪৯।

www.pathagar.com

আল্লাহ তাদের অপরাধগুলোকে ভালো আমলে পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।*

সত্যিকার আল্লাহর প্রিয় বান্দারা জীবনের অপরাধের কথা স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

পুত্র ও কন্যার মৃত্যুতে রাসূলের অশ্রু

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা)-এর তিন পুত্র ও চার কন্যা ছিলেন। তিন পুত্রের নাম হচ্ছে– কাসিম, তাহির ও ইবরাহীম। আর কন্যারা হলেন, ফাতিমা, যয়নব, রুকাইয়া এবং উম্মে কুলসুম। রাসূলের তিন পুত্র সকলেই শৈশবে ইন্তেকাল করেন।[১]

রাসূল (সা)-এর ইন্তেকালের বছরেই পুত্র ইবরাহীম ইন্তেকাল করেন। তখন ইবরাহীমের বয়স ছিলো ১৭ বা ১৮ মাস। আনাস বিন মালিক (রা) বর্ণনা করেন। ইবরাহীমের মৃত্যুতে রাসূল (সা) ও আমরা শোকাভূত হলাম। রাসূল (সা) ইবরাহীমকে কোলে নিয়ে চুমো খেলেন এবং ঘ্রাণ নিলেন। এরপর আমরা ঘরে প্রবেশ করলাম। তখন দেখতে পেলাম রাসূলের দুই চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আবদুর রহমান বিন আউফ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদছেন? তখন রাসূল (সা) বললেন : এটি দয়ার কান্না। রাসূলকে দেখে অন্যরাও কাঁদলেন। এরপর রাসূল (সা) বলেন : নিশ্চয় চোখ অশ্রু ফেলেছে, হৃদয় ব্যথিত। আমরা বলছি না, আমরা আল্লাহর সিদ্ধান্তে রাজি নই বরং হে ইবরাহীম! তোমার বিদায়ে আমরা ব্যথিত।[২]

জাবির বিন আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান বিন আউফ থেকে বর্ণনা

---

* আল-ফুরকান-৭০।

১. ইসলামের ইতিহাস (আলিম) পৃ. নং-৯৭, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

২. বোখারী।

www.pathagar.com

করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর কামরায় গিয়ে অশ্রু ফেলছেন। এরপর তিনি বলেন : হে পুত্র! তোমার ব্যাপারে আমি কিছুই করতে পারবো না। এরপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদছেন, আপনি আমাদেরকে কাঁদতে নিষেধ করেননি? তখন রাসূল (সা) জবাবে বলেন : উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করতে আমি নিষেধ করেছি। উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা আহম্মকের কাজ এবং গুনাহের কাজ।[৩]

রাসূল (সা)-এর কন্যা রুকাইয়ার ইন্তেকালে আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর কবরের পার্শ্বে নিরবে কেঁদেছেন। উচ্চস্বরে কাঁদা ইসলামী শরিয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আনাস (রা) বলেন : আমি রাসূলের কন্যার জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। রাসূল (সা) তাঁর কবরের পার্শ্বে অশ্রু ফেলে কেঁদেছেন। রাসূল (সা) বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে, যে রাত্রে স্ত্রী সহবাস করেনি? আবু তালহা বললো, আমি। তখন আবু তালহা কবরে নামলেন। তারপর তাকে কবরস্থ করা হয়।[৪]

কবর জেয়ারতে রাসূলের কান্না

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা) যখন কবর জেয়ারতে যেতেন তখন আখেরাতের কথা স্মরণ করে কাঁদতেন এবং মৃত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। বারা ইবনে আ'যিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের সাথে একবার রাসূল (সা) ছিলেন। তিনি দূরে কিছু লোকের সমাগম প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি বললেন, ঐ স্থানে লোকেরা কেন একত্রিত হলো? কেউ বললো, সেখানে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়া হচ্ছে। তখন রাসূল (সা) ভয় পেয়ে গেলেন।

৩. বায্যার।

৪. বোখারী।

www.pathagar.com

তখন আমরা মৃত ব্যক্তির কবরের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। বাস্তবে কি হচ্ছে তা আমরা অবলোকন করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) অনেক কাঁদলেন, চোখের পানিতে তাঁর শরীর ভিজে গেল। এরপর তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন : হে আমার ভাইয়েরা! এই দিনের জন্য সবাই প্রস্তুত হও।[১]

তৃতীয় খলিফা ও রাসূলের জামাতা ওসমান (রা) যখন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন তিনি কাঁদতেন। তখন চোখের পানি গড়িয়ে তাঁর দাড়ি পর্যন্ত আসতো। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের কথা শুনার পর কখনো এত কাঁদেন না। কিন্তু কবরের কথা শুনলে আপনি এত কাঁদেন কেন? ওসমান (রা) বলতেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, কবর হচ্ছে পরকালের প্রথম মনজিল বা ইমেগ্রেশন কেন্দ্র। যে ব্যক্তি কবরের মধ্যে মুক্তি পাবে, পরের সকল স্থানগুলো তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর কেউ যদি কবরে মুক্তি না পায়, তাহলে পরের সকল মনজিলগুলো তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। এজন্য আমি কবরের সামনে দাঁড়ালেই আমার চোখের পানি বের হয়ে যায়।[২]

সা'য়াদ বিন ওবায়দার (রা) মৃত্যুর মুহূর্তে রাসূলের কান্না

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং সা'য়াদ বিন আবি ওক্কাছকে সাথে নিয়ে সা'য়াদ ইবনে ওবায়দাকে দেখতে আসেন। তখনো তাঁর রূহ কবজ হয়নি, কিন্তু তাকে তাঁর পরিবারের লোকেরা জড়ো করে রেখেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কাঁদলেন। লোকেরা যখন

১. আহমদ, ও ইবনে মাজা।

২. তিরমিযী।

www.pathagar.com

দেখলেন, রাসূল (সা) কাঁদছে, তখন সকলে কাঁদলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন :

إِنَّ اللّٰهَ لَايُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحَزْنِ الْقَلْبِ، وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا. (وَأَشَارَ إِلٰى لِسَانِهِ) أَوْ يَرْحَمُ.

(رواه البخارى)

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা চোখের পানির কারণে এবং হৃদয় ভারাক্রান্তের জন্য শাস্তি দিবেন না। তবে তিনি শাস্তি দিবেন 'জিহ্বার চিৎকারের কারণে অথবা তাকে ক্ষমা করতে পারেন।[৩] অর্থাৎ চিৎকার করে কান্নাকাটির কারণে আল্লাহ মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেন।

অপরদিকে ওসমান ইবনে মাজউনের ইন্তেকালের খবর পেয়ে আল্লাহর রাসূল (সা) তার বাড়িতে গেলেন। তখন তাঁর চেহারাটি ঢাকা ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা) চেহারা থেকে কাপড় সরালেন। তারপর তাঁর চেহারায় চুমো খেলেন। এরপর তিনি অনেকক্ষণ কাঁদলেন, তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল।[৪]

মুতার যুদ্ধে মুসলিম তিন সেনাপতির শাহাদাতে রাসূলের কান্না

ইসলামের বাণী বিশ্বে প্রচারের লক্ষ্যে রাসূল (সা) রোমান খ্রিস্টানদের অধীনস্থ শামের গভর্ণর শোরাহ বিন আমর গাস্সানীর কাছে একটি চিঠি দূত মারফতে প্রেরণ করেন। আন্তর্জাতিক নিয়ম

৩. বোখারী।

৪. আবু দাউদ।

www.pathagar.com

লঙ্ঘন করে শোরাহ বিন মুসলিম দূত হারেস ইবনে উমাইরকে হত্যা করে। রাসূল (সা) তা শুনে খুবই ব্যথিত হলেন। রাসূল (সা) তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিশোধ না নিয়ে কিছুদিন পরে তিন হাজার মুসলিম সৈন্য মুতার প্রান্তরে পাঠান, যাতে শোরাহ বিন মুসলিম থেকে দূত হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে। রাসূল (সা) মুতার যুদ্ধে তিনজন সেনাপতির নাম ঘোষণা করেন। প্রথমে দায়িত্ব পালন করবে যায়েদ ইবনে হারেসা, তারপর জাফর ইবনে আবি তালেব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা।

আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) মুতার যুদ্ধের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, এখন যায়েদ ইসলামের পতাকা হাতে নিয়েছে, সে শাহাদাৎ বরণ করেছে। তারপর জাফর ইসলামের পতাকা হাতে নিয়েছে, সেও শাহাদাৎ বরণ করেছে। এরপর ইসলামের পতাকা হাতে নিয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, সেও শাহাদাৎ বরণ করেছে। তখন রাসূলের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। এরপর বললেন, এখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ইসলামের পতাকা হাতে নিলেন, খালিদের মাধ্যমে মুতার প্রান্তরে মুসলমানরা জয়ী হলেন।[৫]

বদর যুদ্ধের রাতে রাসূলের কান্না

ইসলামের প্রথম যুদ্ধের নাম হচ্ছে 'বদর'। আরবের কুরাইশ জাতি ইসলামকে সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী থেকে তা একেবারে শেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে তারা চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। কুরাইশ নেতা আবু জেহেলের নেতৃত্বে এক হাজার সেনাবাহিনী মদিনা আক্রমণের জন্য বের হলো। রাসূল (সা) তা শুনে চিন্তিত হলেন।

৫. বোখারী।

www.pathagar.com

এই বিরাট বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার জন্য তাদের কোন হাতিয়ার ছিলো না। সাহাবাদের পরামর্শক্রমে কুরাইশ বাহিনীর প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে রাসূল (সা) ৩১৩ জন নব মুসলমানকে নির্ধারণ করেন। তারা কেউ যুদ্ধের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো না।

আল্লাহর রাসূল (সা) স্বয়ং নিজেই তিনশত তের জনের সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ২য় হিজরীর ১৭ই রমজানের রাতে বদরের প্রান্তরে হাজির হলেন। রাসূল (সা) যুদ্ধের রাত্রীতে নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দো'আ ও কান্নাকাটি করে বলেছেন, হে আল্লাহ! বদরের ময়দানে মুসলমানদেরকে জয়ী না করলে পৃথিবীর বুক থেকে ইসলাম চিরতরে শেষ হয়ে যাবে।

আলী ইবনে আবি তালিব বলেন, বদরের যুদ্ধে মেকদাদ ছাড়া কেউ মোকাবিলা করার ছিলো না। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি বদরের ময়দানে তিনি একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন এবং সকাল পর্যন্ত কেঁদেছেন।[১]

রাসূলের কান্নাজড়িত কণ্ঠের দো'আ আল্লাহ কবুল করে বদরের ময়দানে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন। এভাবে ইসলামের বিজয়ের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে জেহাদের ময়দানে আসলেই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বদরের ময়দানের ন্যায় সাহায্য করবেন। কিন্তু বর্তমান মুসলমানরা এই চেষ্টা প্রচেষ্টা থেকে অনেক দূরে থাকায় বিশ্বে মুসলমানরা নির্যাতিত, লাঞ্ছিত হচ্ছে। আল্লাহর জমিনে শয়তানের রাজত্ব দূরীভূত করে আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের মাধ্যমে পৃথিবীতে পুনরায় শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। বদরের ঈমানদারদের মতো আমরা যেন অনুরূপ ঈমানী শক্তি অর্জন করতে পারি, এ প্রার্থনা করছি।

---

১. আহমদ ও ইবনে খোজাইমা।

www.pathagar.com

হামযা (রা)-এর শাহাদাতে রাসূলের অশ্রু

ইসলাম বিরোধীদের সাথে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে, বেশীর ভাগ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন। আবার কিছু কিছু যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করেছে। তন্মধ্যে উহুদের যুদ্ধটি প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে একটি মহাসুসংবাদ দেন। আল্লাহ বলেন :

وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. (ال عمران : ١٤٠)

অর্থ : তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে আমি শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চাই।[১]

যুদ্ধের ময়দানে কেবল জয়ী হবে, এটি হতে পারে না। যুদ্ধে পরাজয় বরণ কিংবা শাহাদাৎ বরণ করলে আল্লাহ তাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দেন। কারণ শহীদরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলমানদেরকে আল্লাহ শান্ত্বনা প্রদান করে বলেছেন :

إِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. (ال عمران : ١٤٠)

অর্থ : তোমরা যদি আহত হয়ে থাকো, তবে তারাও তো আহত হয়েছে। আর আমি এ দিনগুলোকে মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি।[২]

উহুদের যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবী শাহাদাৎ বরণ করেছে। কিছু সাহাবী রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে 'গিরিপথের পাহারা' বাদ দিয়ে গনিমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হয়ে যায়। খালিদ বিন ওয়ালিদ তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। গিরিপথ অরক্ষিত পেয়ে

১. আলে-ইমরান, আয়াত নং-১৪০।

২. আলে ইমরান, আয়াত নং-১৪০।

www.pathagar.com

মুসলমানদের উপর সে আক্রমণ চালায়। এতে রাসূলের চাচা হামযাসহ সত্তরজন শাহাদাৎ বরণ করেন। স্বয়ং রাসূলের দাঁত মোবারক শহীদ হয়। বহু সাহাবা আহত হন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, রাসূল (সা) উহুদের যুদ্ধ থেকে যখন ফিরে আসছিলেন, তখন আনসার সাহাবীদের নারীরা তাদের স্বামীদের জন্য কাঁদছিলেন। রাসূল (সা) বলেন : 'হামযার জন্য কাঁদার কেউ নেই'।[৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) আনসারের বনী আবদুল আশ্‌হাল গোত্রের পাশে দিয়ে যাচ্ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে নিহতদের জন্য তারা বিলাপ করছিলেন। তখন রাসূলের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো, তিনি কাঁদলেন। এরপর বললেন : 'হামযার জন্য কান্নার কেউ নেই'।[৪]

নামাযের ভেতরে রাসূলের কান্না

মুমিন বান্দাদের একটি গুণ হচ্ছে– নামায ভয়ভীতির সাথে আদায় করে। তাদের জন্য নামায হচ্ছে, চোখের প্রশান্তি। আর বেনামাযির জন্য নামায হচ্ছে, কষ্টের কাজ। মুমিন বান্দা নামাযের দাঁড়িয়ে দুনিয়ার সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ ও বান্দাহর মধ্যে গোপন কথাবার্তা শুরু করে। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

إِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِىْ رَبَّهُ.

(متفق عليه)

৩. ইবনে মাজা।

৪. তারিখে তাবারী।

www.pathagar.com

অর্থ : তোমাদের কেউ নামাযে থাকলে মনে করবে, সে আল্লাহর সাথে গোপনে কথাবার্তা বলছে।[১]

ইসলামের যত বিধি-বিধান প্রয়োজন হয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অহী নাযিল করে রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এমন একটি ইবাদত, যিনি স্বয়ং রাসূল (সা)-কে দুনিয়াতে না জানিয়ে ৭ম আসমানের উপরে আল্লাহর আরশে ফরয করেছেন। সেই ইবাদতটির নাম হচ্ছে 'নামায'। নামাযকে আল্লাহ তা'আলা উপঢৌকন হিসেবে দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তিনি ভয়ভীতি ও একাগ্রচিত্তে দণ্ডায়মান হতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আশ-শাখির বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর মুখের ভেতরে কান্নার গুনগুন আওয়াজ শুনা যেত।[২]

আবু বকর ছিদ্দিক (রা)-এর কান্না

আবু সাঈদ আল-খুদরী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থাবস্থায় জীবনের সর্বশেষে একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় তাঁর এক বান্দাহকে জাগতিক সকল কল্যাণ দান করেছেন। তাঁর ঐ বান্দা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে বেশী ভালো মনে করেছেন। তখন আবু বকর ছিদ্দিক (রা) কেঁদে কেঁদে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা মাতা, ধন-সম্পদ ও আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ। আবু সাঈদ খুদরী বলেন : আবু বকরের কান্নায় আমি আশ্চর্যবোধ করি। রাসূল (সা) যে ভাষণ দিয়েছেন, সে তার মর্মার্থ

---

১. বোখারী ও মুসলিম।

২. আবু দাউদ।

www.pathagar.com

বুঝতে পেরেছেন। অর্থাৎ তিনি সহসায় ইন্তেকাল করে আল্লাহর সান্নিধ্যে হাজির হবেন।[১]

আয়েশা ছিদ্দিকা (রা) বলেন, আবু বকর ছিদ্দিক (রা) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তখন ক্রন্দন তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতো।[২]

ওমর ফারুকের (রা) অশ্রু

ইসলামের ইতিহাসে হযরত ওমরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। যিনি রাসূলকে হত্যা করতে গিয়ে নিজের জীবনের ভুল ভেঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

ওমর (রা) বলেন : আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। আমি রাসূল (সা)-কে মাদুরার উপর পেলাম। তাঁর শরীরে তখন লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। মাদুরায় শোয়ার কারণে তাঁর শরীরে এর দাগগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। রুমের মধ্যে এক ছা পরিমাণ গম এবং একটি রান্নার পাত্র ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। পাত্রটি পাশে ঝুলে রয়েছে। তা দেখে আমার কান্না শুরু হলো। রাসূল (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : হে খাত্তাবের পুত্র, কেন কাঁদছ? তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি কেন কাঁদবো না! আপনার শরীরে মাদুরার চিহ্ন এবং আপনার ঘরের সম্পদ কি আছে তা আমি দেখলাম। অথচ কায়সার ও কিসরার সম্পদের অভাব নেই। রাসূল (সা)

---

১. হায়াতে সাহাবা-২/৩১০ পৃ. - মুহাম্মদ ইউসুফ আল-কান্দোনী।

২. বোখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

বললেন : হে খাত্তাবের পুত্র, তাদের জন্য দুনিয়া, আর আমাদের জন্য আখেরাতের সম্পদ, তুমি খুশি হবে না?[১]

ইবরাহীম বিন আবদুর রহমান বিন আউফ বলেন : যখন কিসরার ধন-সম্পদ ওমরের কাছে অর্পণ করা হলো। আবদুল্লাহ ইবনে আরফান আল-জাহরি বলেন, এ সম্পদগুলো বাইতুল মালে অন্তর্ভুক্ত করবো। ওমর (রা) বলেন, না, এগুলো সকলের মধ্যে বণ্টন করে দাও। তখন ওমর (রা) কাঁদতে লাগলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ বলেন : হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহর শপথ! আজকের দিন আনন্দ, ফু'র্তি এবং আল্লাহর শোকর আদায় করার দিন। অথচ আপনি কাঁদছেন। ওমর (রা) বলেন : এই ধন-সম্পদ যে জাতিকে দেয়া হয়েছে, তারা পরস্পর শত্রুতা, ঘৃণাই সৃষ্টি করেছে।[২]

আবু সেনান আদ্-দাউলি বলেন : ওমর (রা)-এর কাছে ইরাকের বিভিন্ন দুর্গের মূল্যবান সামগ্রি প্রেরণ করা হলো। তার মধ্যে একটি মূল্যবান আংটি ছিলো। ওমর (রা) আংটি আঙ্গুলে ঢুকালেন, এরপর খুলে ফেললেন। এরপর ওমর (রা) কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তা'আলা ইরাকের যুদ্ধে বিজয় দান করে শত্রুদের সম্পদ আপনার কাছে পেশ করেছেন। তখন ওমর (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি : এই ধন-সম্পদ যদি আল্লাহ কারো জন্য প্রচুর পরিমাণে দান করেন, কিয়ামত পর্যন্ত তা একে অন্যের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টির কারণ হবে। আর আমি ঐ সম্পদকে বেশী ভয় করি।[৩]

---

১. আহমদ-১/৩০১ পৃ.।

২. বায়হাকী-সুনানুল কোবরা-৬/৩৫৮ পৃ.।

৩. মুসনাদে আহমদ-১/১৬ পৃ.।

www.pathagar.com

মা আয়েশা ছিদ্দিকার (রা) অশ্রু

পৃথিবীতে দেখা যায় আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদেরকে সমাজের লোকেরা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। ইউসুফ (আ)-এর উপর জোলায়খা অপবাদ দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জোলায়খা বলেছে, আমি ইউসুফকে কুকর্ম করার জন্য কুমন্ত্রণা দিয়েছি। সে সত্যবাদী।[১] অপরদিকে ঈসা (আ)-এর মা মরিয়মের গর্ভে আল্লাহ তা'আলা স্বামী ছাড়া পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ করিয়েছেন। এটি ছিলো আল্লাহ তা'আলার একটি অলৌকিক শক্তির প্রকাশ। সেই সমাজের লোকেরা মরিয়মকে ব্যভিচারিণী বলে অপবাদ দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর সদ্যজাত শিশুর কণ্ঠে মায়ের দোষ মুক্তির সাক্ষ্য প্রদান করে বলেছেন : আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী হিসেবে মনোনিত করেছেন।[২]

অনুরূপ মুহাম্মদ (সা)-এর স্ত্রী মা আয়েশা (রা)-কে অপবাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছে মুনাফিক সম্প্রদায়। এই বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। বনু মোস্তালিক যুদ্ধে মা আয়েশা রাসূলের সাথে ছিলেন। যুদ্ধে থেকে ফেরৎ আসার সময় ভুলক্রমে তিনি পেছনে থেকে যান। পরে তিনি ঐ স্থানে কাপড় মুড়ে শুয়ে থাকেন। সাফওয়ান ইবনে মোয়াত্তাল নামক সাহাবী সর্বশেষে এসে মা আয়েশাকে দেখতে পেলেন। এরপর তিনি তাকে তাঁর উটের উপর বসিয়ে পুনরায় কাফেলার সাথে যুক্ত করেন। মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিন সুলুল এই দৃশ্য দেখে অপপ্রচার রটাতে লাগলো। মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

১. সূরা ইউসুফ, আয়াত নং-৫১।

২. সূরা মরিয়ম, আয়াত নং-৩০।

www.pathagar.com

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. (النور : ٢٣)

অর্থ : যারা সতীসাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, ইহকাল ও পরকালে তাদের উপর অভিসম্পাত।[৩]

দীর্ঘ একটি মাস ধরে মা আয়েশার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের চর্চার কারণে রাসূল (সা) খুবই দুঃখিত হলেন। মা আয়েশার দুঃখের সীমা ছিলো না। তিনি চোখের পানি ফেলে তাঁর দোষ মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন। এরপর মহান আল্লাহ তা'আলা মা আয়েশার নির্দোষ প্রমাণস্বরূপ সূরা নূরের দশটি আয়াত নাযিল করেন।[৪]

এরপর আল্লাহর রাসূল (সা) অপবাদকারীদের শনাক্ত করে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেছেন। এভাবে আল্লাহর প্রিয় বান্দী মা আয়েশাকে আল্লাহ তা'আলা দোষ মুক্তির সার্টিফিকেট প্রদান করেছিলেন। মা আয়েশার চোখের পানিকে আল্লাহ বিফলে ফেলেননি।

মায়াজ বিন জাবালের অশ্রু

মায়াজ বিন জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে যখন ইয়ামেনে পাঠাচ্ছেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার সাথে বের হলেন। আমি ছাওয়ারীর উপর চড়ে যাচ্ছি। রাসূল (সা) আমার সাথে হেঁটে হেঁটে নসিহত করছেন। যখন তিনি পৃথক হচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন : হে মায়াজ! নিশ্চয় তোমার

৩. সূরা নূর, আয়াত নং-২৩।

৪. সূরা নূর, আয়াত নং-১০-২০।

www.pathagar.com

সাথে আগামী বছর আমার সাক্ষাতের আশা করি। হতে পারে তুমি মসজিদে নবওয়ী ও আমার কবরের সম্মুখে প্রদক্ষিণ করবে। তখন মায়াজ রাসূলের সাথে শেষ বিদায়ের কারণে অনেক কাঁদলেন। এরপর আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর চেহারাকে মদিনা অভিমুখি করে বললেন :

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِى الْمُتَّقُوْنَ مَنْ كَانُوْا وَحَيْثُ كَانُوْا. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)

অর্থ : নিশ্চয় আমার কাছে মুত্তাকীরাই সর্বোত্তম ব্যক্তি এখানে থাকুক অথবা যেখানেই থাকুক।[১]

ছাবেত বিন কায়েসের কান্না

মহান আল্লাহ তা'আলা যখন রাসূলের উপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন :

إِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ. (لقمان : ١٨)

তখন ছাবেত বিন কায়েস দরজা বন্ধ করে কাঁদতে লাগলেন। অনেক সময় পর্যন্ত তিনি কেঁদেছেন। এরপর রাসূল (সা)-এর কাছে তার কান্নার খবরটি পৌঁছেছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে, তাকে আসতে বলা হলো। এরপর ছাবেত বিন কায়েস (রা) রাসূলের কাছে এসে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমি সুন্দর জামা ও সুন্দর জুতা পরতে ভালোবাসি। কিন্তু পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে

---

১. মসনদে আহমদ।

www.pathagar.com

ভালোবাসেন না।[১] আমি তো অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। তাই আমি কাঁদছি।

তখন আল্লাহর রাসূল (সা) হেসে বলেন :

إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ بَلْ تَعِيْشُ بِخَيْرٍ وَتَمُوْتُ بِخَيْرٍ وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ. (رواه البيهقى، ٢/٢٤٣)

অর্থ : তুমি এর মধ্যে নেই। তুমি কল্যাণের সাথে জীবন যাপন করবে, মৃত্যুও তোমার কল্যাণের সাথে হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২]

হাবশার এক ব্যক্তির কান্না

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৪নং আয়াতটি তিলাওয়াত করা হলো– সে আয়াতটি হচ্ছে :

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. (البقرة : ٢٤)

অর্থ ঃ জাহান্নামের ইন্ধন হবে 'মানুষ ও পাথর'।*

তখন রাসূল (সা) বলেন : জাহান্নামের আগুনকে এক হাজার বছর জ্বালানোর পর 'লাল বর্ণ' ধারণ করেছে। এরপর আবার এক হাজার বছর জ্বালানোর কারণে 'সাদা রং' ধারণ করেছে। এরপর আরো এক হাজার বছর জ্বালানোর ফলে 'কালো বর্ণ' ধারণ করেছে। বর্তমানে এটি খুবই অন্ধকার, এর অগ্নিশিখা বন্ধ করা হয়নি।

---

১. সূরা লোকমান, আয়াত নং-১৮।

২. বাইহাকী-২/২৪৩।

* সূরা বাকারা, আয়াত নং-২৪।

www.pathagar.com

আনাস বলেন, রাসূলের সামনে একজন কালো লোক ছিলেন। তখন ঐ লোকটি কাঁদছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরীল (আ) হাজির হন। তিনি বলেন, আপনার কাছে কে কাঁদছেন? কেউ বললেন, তিনি একজন হাবশার বাসিন্দা। তখন জিবরীল (আ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَعِزَّتِىْ وَجَلاَلِىْ وَارْتِفَاعِىْ فَوْقَ عَرْشِىْ، لاَتَبْكِىْ عَيْنُ عَبْدٍ فِى الدُّنْيَا مِنْ مَخَافَتِىْ اِلاَّ أَثَرَ ضَحِكَهَا فِى الْجَنَّةِ. (الترغيب، ٤/١٢٥)

অর্থ : আমি যে আরশের উপর অবস্থান করছি– এর ইজ্জত ও সম্মানের শপথ! আমার ভয়ে কোন বান্দা যদি দুনিয়াতে কাঁদে, এর বিনিময়ে সে জান্নাতে হাসবে।[১]

সালমান ফার্সী (রা)-এর কান্না

আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধে যে অভিনব পরিখা খননের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল, এর পরামর্শদাতা ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী 'সালমান ফার্সী (রা)'। এর ফলে আল্লাহর রাসূল (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম পরিখা খনন করে মদিনাকে কুফুরী শক্তি থেকে বাঁচিয়েছেন। অসুস্থ সালমান ফার্সী (রা)-কে দেখার জন্য সা'দ বিন আবি ওক্কাছ তাঁর বাড়িতে গেলেন। তাঁকে দেখে সালমান ফার্সী (রা) কাঁদতে লাগলেন। সা'দ বললেন, রাসূল (সা) আপনার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, আপনি কেন কাঁদছেন?

তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি মৃত্যুর ভয়ে অথবা

১. তারগিব-৪/১২৫।

www.pathagar.com

দুনিয়ার বেঁচে থাকার লোভে কাঁদছিনা বরং রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে একটি উপদেশ দিয়েছেন, তা স্মরণ হওয়ায় কাঁদছি। সে উপদেশটি হচ্ছে :

لِيَكُنَّ حَظُّ اَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا مِثْلَ زَادَ الرَّاكِبَ.
(الحلية : ١٩٩/١)

অর্থ : একজন যাত্রীর যতটুকু সম্পদ দুনিয়াতে থাকা দরকার, ততটুকু সম্পদ থাকা উচিৎ।[১]

অর্থাৎ আমার সম্পদ এর চেয়ে বেশী হওয়ায় কাঁদছি।

অনুরূপ, অসুস্থ আবি হাশিম বিন ওতবা বিন রাবিয়াকে দেখতে যান মু'য়াবিয়া (রা)'। তখন মু'য়াবিয়া (রা) দেখতে পেলেন তিনি কাঁদছেন। মু'য়াবিয়া (রা) বললেন, আপনি কি দুনিয়ার লোভে বা ভয়ের কারণে কাঁদছেন?

আবি হাশিম বলেন, আল্লাহর শপথ! এর জন্য কাঁদছিনা বরং রাসূল (সা) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন; সেই উপদেশটি স্মরণ হওয়ায় কাঁদছি। তখন তিনি উপদেশটি বললেন :

اِنَّمَا يَكْفِىْ مَنْ جَمَعَ الْمَالَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. (ترمذى)

অর্থ : একজন পথিকের চাকর ও বাহন সমতুল্য সম্পদ থাকা যথেষ্ট। (অথচ আজকে আমরা অনেক ধন-সম্পদ জমা করে রেখেছি)।[২]

---

১. হিলইয়া-১/১৯৯।

২. তিরমিযী।

www.pathagar.com

আল্লাহর ভয়ে কান্না

এই পৃথিবীতে যারা আল্লাহর অবাধ্য পথে জীবন পরিচালনা করেছে, তাদেরকে মারাত্মক শাস্তি দিয়ে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন, যেমন আদ, সামূদ, কাউমে লূত, হিজরবাসী এবং ফেরাউনসহ আরো অসংখ্য সম্প্রদায়। তাদের ধ্বংসাবশেষ আল্লাহ পৃথিবীতে রেখে দিয়েছেন, যাতে মানুষ তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। লূতের সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করার পর আল্লাহ বিবেকবানদেরকে লক্ষ্য করে বলেন :

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ وَبِالَّيْلِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ. (الصفات : ١٣٨، ١٣٧)

অর্থ : তাদের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে তোমরা ভোরবেলায় ও সন্ধ্যাবেলায় গমন করো। এর পরও তোমরা বিবেক খাটাবে না?[১]

অন্যদিকে আল্লাহ আদ, সামূদ, রাছবাসীকে মারাত্মক শাস্তি দিয়ে শেষ করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِىْ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا. (الفرقان : ٤٠)

অর্থ : তারা তো সেই জনপদের উপর দিয়েই যাতায়াত করে, যার উপর বর্ষিত হয়েছে মন্দ বৃষ্টি। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করেনা?[২]

অপরদিকে, পৃথিবীতে রবের দাবীদার ফেরাউনের দেহকে আল্লাহ এখনো অক্ষুণ্ন রেখেছেন, যাতে পৃথিবীর স্বৈরাচারগণ তাকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন সম্পর্কে বলেন :

---

১. সূরা আস্ সাফ্ফাত, আয়াত নং-১৩৭, ১৩৮।

২. সূরা আল-ফোরকান, আয়াত নং-৪০।

www.pathagar.com

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً.
(يونس : ٩٢)

অর্থ : আজ তোমার দেহকে বাঁচিয়ে রাখলাম, যাতে পরবর্তী বংশধরগণ তোমার নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।[৩]

আর পরকালের শাস্তি আরো মারাত্মক। মহান আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ. (القلم : ٣٣)

অর্থ : পরকালের শাস্তি আরো অধিক গুরুতর; যদি তারা জানতো![৪]

দুনিয়ার মারাত্মক শাস্তিগুলো প্রত্যক্ষ করার পর একজন ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে থাকে এবং বলতে থাকে :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (البقرة : ٢٠١)

অর্থ : হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।[৫]

কান্নার পুরস্কার

১. আল্লাহর আরশের ছায়ায় অবস্থানের সুযোগ পাবে

কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে মাত্র এক মাইল দূরে নিয়ে আসবেন। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে মানুষ ঘামের মধ্যে ডুবে

৩. সূরা ইউনুস, আয়াত নং-৯২।

৪. সূরা আল-কলম, আয়াত নং-৩৩।

৫. সূরা বাকারা, আয়াত নং-২০১।

www.pathagar.com

থাকবে। কেউ হাঁটু, কেউ কোমর এবং কেউ মুখমণ্ডল পর্যন্ত ডুবে থাকবে।[১]

অপরদিকে যারা আল্লাহর ভয়ে দুনিয়াতে কেঁদেছে, তারা আল্লাহর আরশের ছায়ায় অবস্থান করার সুযোগ হবে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : সাত শ্রেণীর লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক– যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণে একাকী কেঁদেছে, তখন তাঁর নয়ন থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে।[২]

২. জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতির সুযোগ পাবে

জাহান্নামের অধিবাসীরা জ্বলন্ত আগুনে পড়ে চোখের পানি বের করে কাঁদতে থাকবে। চোখের পানিও একদিন শেষ হয়ে যাবে। তারপর তারা রক্ত দিয়ে কাঁদতে থাকবে। তখন তাদের ঐ কান্না কোন উপকারে আসবেনা। যদি তারা দুনিয়াতে আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করতো, তাহলে পরকালে সে লাভবান হতো এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতো।

আবু মূসা আশয়ারী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : অবশ্যই জাহান্নামবাসীরা কাঁদতে থাকবে। তাদের চোখের পানি এতো বেশী হবে যে, এর উপরে জাহাজ চালানো সম্ভব হবে। জাহান্নামবাসীদের চোখের পানি শেষ হওয়ার পর তারা রক্ত দিয়ে কাঁদতে থাকবে।[৩]

জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সুযোগ কারা পাবে, এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدُ اللَّبَنَ فِى الضَّرْعِ. (ترمذى)

১. মুসলিম।

২. মুসলিম।

৩. মোসতাদারক হাকেম ৪/৬০৫, ছহিহুল জামে, ২/১৮৮

www.pathagar.com

অর্থ : আল্লাহর ভয়ে যে ব্যক্তি কেঁদেছে, সে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না যেমন স্তন থেকে বের হওয়া দুধ পুনরায় স্তনে প্রবেশ করা অসম্ভব।[১]

৩. আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে

মহান আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ফরয, ওয়াজিব পালন করার পর কিছু মানুষ নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। তখন আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে প্রিয় হিসেবে গ্রহণ করে নেন। কারণ, ঐ সমস্ত লোকেরা চোখের পানি ফেলে একাগ্রচিত্তে ইবাদত পালন করতো।

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বলেন : যে আমার ওলীর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রইল। ফরয ইবাদত পালনকারী আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। অবশ্যই নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করবে। আমি যদি কাউকে প্রিয় হিসেবে গ্রহণ করি, তখন আমি তার কানের মাধ্যমে শুনতে থাকি। এরপর আমি তার চোখ দিয়ে দেখি। এরপর তার হাতের দ্বারা কোনো বস্তুকে ধরি এবং তার পা দিয়ে চলতে থাকি। সে যা চায়, তাকে অবশ্যই তা প্রদান করি। সে যা থেকে নিষ্কৃতি চায়, তা থেকে তাকে বাঁচিয়ে দেই।[২]

এই বইতে আমরা যা আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি, এর আলোকে আমরা যেন সত্যিকারভাবে আল্লাহর আযাবের ভয়ে কাঁদতে পারি, এই প্রার্থনা আল্লাহর কাছে করছি। কান্নার পুরস্কার হিসেবে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতের বাসিন্দা হওয়ার সৌভাগ্য নসিব হয়, এই প্রত্যাশা করছি। আমীন। ❖

---

১. তিরমিযী।

২. বোখারী।

www.pathagar.com

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

www.pathagar.com